দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৪।৮।৪৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

039

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী চাই

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত বেলনা গ্রামে বেলনা সমাজকল্যাণ যুবক সমিতি ও গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে বেলনা প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটি বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রয়োজনীয় জমি সহ সব আসবাবপত্রই বিদ্যালয়টির রয়েছে। বর্তমানে তাড়াইশত ছাত্র-ছাত্রী এতে শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রধান শিক্ষক পিটিআই প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত। বিদ্যালয়ে ৯ জন শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট সমিতির সীমিত আয়ে কিংবা জনসাধারণের কষ্টা-র্জিত পয়সায় বিদ্যালয়টি পরিচালনা করা দুঃসাধ্য। শিক্ষকদের পক্ষেও নামমাত্র ভাতার বিনিময়ে শিক্ষকতা করা আর সম্ভব নয়। অবিলম্বে সরকারী মঞ্জুরী না পেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাবে। এটি বন্ধ হয়ে গেলে অবহেলিত এ গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। অপর দিকে স্বেচ্ছাসেবকরাও নিরাশ হয়ে পড়ছে। স্বেচ্ছাসেবীদের কল্যাণ-মূলক কাজে সকল মহলের সহ-যোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে সরকারী বিধি অনুযায়ী এবং দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে বেলনা প্রাথমিক বিদ্যালয়-টিকে সরকারী মঞ্জুরী দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—রমিজউদ্দিন আহমদ (রমিজ)
সাধারণ সম্পাদক,
বেলনা সমাজকল্যাণ যুবক সমিতি
ফুলবাড়িয়া বাজার, ঢাকা।

জনমত